জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - এপ্রিল ২০০৮/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* নেপাল: নির্বাচনী কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করায় জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধানের সাধুবাদ
* দেশের কৃষিতে অগ্রগতি সাধনে অবদান রাখায় ভারতীয় নেতাকে জাতিসংঘের পুরস্কার প্রদান
* খাদ্যদ্রব্য মূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতির প্রভাব মোকাবেলায় জরুরীভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের আহ্বান
* নেপালের নির্বাচনী প্রস্তুতি সন্তোষজনক - জাতিসংঘ বিশেষ প্রতিনিধি
* কিউবেক শহরের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার ধ্বংসে ইউনেস্কো প্রধানের গভীর দুঃখ প্রকাশ

নেপাল: নির্বাচনী কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করায় জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধানের সাধুবাদ

১১ এপ্রিল - জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার নেপালের জনগণকে গতকাল সফলভাবে ঐতিহাসিক সংসদীয় নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য অভিনন্দন জানান। বিশেষ করে তিনি ভোট প্রদানে বিপুল সংখ্যক নারীর উৎসাহ ও অংশ গ্রহণকে স্বাগত জানান।

জেনেভা থেকে প্রেরিত এক বার্তায় লুইস আরবার এ নির্বাচনকে ভবিষ্যতে নেপালের ঐতিহাসিকভাবে কোনঠাসা সম্প্রদায়গুলোসহ সব জনগণের অধিকারগুলোকে শ্রদ্ধা করার পথে একটি প্রধান পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন।

মিজ্ আরবার মন্তব্য করেন, সংকটময় পরিস্থিতি সত্ত্বেও নেপালী কর্তৃপক্ষ শান্তিপুর্ণভাবে গণপরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন, যার মধ্য দিয়ে তারা একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবেন এবং আমি বিশ্বাস করি, যে দলই নির্বাচিত হোক না কেন নেপালের সকল রাজনৈতিক দলই এই সিদ্ধান্ত মেনে নেবে।

নেপালের স্বাধীন নির্বাচন কমিশন দেশের ২০ হাজারেরও বেশি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে ব্যালট ৭৫ টি জেলা কেন্দ্রে পাঠানোর পর সেখানে ভোট গণনা শুরু হয়েছে।

জাতিসংঘ মুখপাত্র ম্যারি ওকাবে বলেন, নেপালে জাতিসংঘ মিশনের (UNMIN) নির্বাচনী কর্মীগণ বিভিন্ন অঞ্চল ও জেলা শহরে ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবেন এবং সেই সাথে অস্ত্র ও সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষণও অব্যহত থাকবে।

এক বার্তায় মিজ্ আরবার গতকাল ভোট কেন্দ্রে হুড়োহুড়ি করে যাবার সময় কিছু সংখ্যক লোকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এ ঘটনার কারণ তদন্তে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে তিনি সরকারকে আহ্বান জানান।

২০০৬ সালে নেপাল সরকার ও মাওবাদী বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তিচুক্তির আগ পর্যন্ত এক দশকব্যাপী দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে সেখানে ১৩ হাজার লোক নিহত হওয়ার পর সেখানকার পরিস্থিতি উন্নয়নে UNMIN দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিকে সাহায্য করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের কৃষিতে অগ্রগতি সাধনে অবদান রাখায় ভারতীয় নেতাকে জাতিসংঘের পুরস্কার প্রদান

১০ এপ্রিল - অনুপ্রেরণাদায়ক কৃষি উন্নয়ন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র হ্রাসে অবদান রাখায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) আজ সংস্থার সর্বোচ্চ পুরস্কার Agricola Medal প্রদান করে।

ভারতের নয়াদিলি-তে Global Agro-Industries Forum এর পুরস্কার প্রদান কালে FAO মহাপরিচালক জ্যাক ডিউফ বলেন, ভারতের কৃষি প্রবৃদ্ধিতে জনাব সিং অনুকরণীয় দুরদর্শিতা ও সমাধান প্রদান করেছেন।

তিনি আরও বলেন, ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকায় আপনি কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ প্রধান্য দিয়েছেন এবং দেশের কৃষির আধুনিকায়ন ও পুণরুন্নয়ন করেছেন।

চীনের পরে দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষি উৎপাদক।

দেশটির মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ লোক কৃষিতে নিয়োজিত এবং দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান ১৮.৫ শতাংশ।

জনাব ডিউফ উলে-খ করেন, গত চার বছরে ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে অর্থ ঋণের প্রবাহ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। সেই সাথে ২০১২ সালের মধ্যে উদ্যানপালন বিদ্যার প্রসারও দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে চাল, ডাল ও গমের জাতীয় উৎপাদন বাড়িয়ে ২০ মিলিয়ন টন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধিত হবে।

তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, আপনার পদক্ষেপের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার দেশের কৃষি প্রবৃদ্ধি বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে আরও দ্রুততর করতে অবদান রাখবে, যা নিপিড়িত মানুষদের প্রয়োজন মেটাবে।

পুর্বে Agricola পদকে যারা ভুষিত হন তারা হলেন, থাইল্যান্ডের রাজা ভুমিবল আদুলিয়াদেজ, প্রান্সের রাষ্ট্রপতি জ্যাক শিরাক, চীনের রাষ্ট্রপতি জিয়াং জেমিন, পোপ দ্বিতীয় জন পল, মিশরের রাষ্ট্রপতি হোসনি মোবারক, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী জোসে মারিয়া আজনার, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রেসিপ টাইপ আরডোগান এবং জার্মানীর রাষ্ট্রপতি জোহানস্ রাউ ।

খাদ্যদ্রব্য মুল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতির প্রভাব মোকাবেলায় জরুরীভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের আহ্বান

৯ এপ্রিল- দ্রব্যমুল্যের অব্যাহত উর্ধ্বগতির কারণে বিশ্বে দরিদ্রতা ও অস্থিরতা বাড়বে বলে সতর্ক করে দিয়ে জাতিসংঘ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ এ বিশ্ব সংকট মোকাবেলায় আশু পদক্ষেপ নিতে সবার প্রতি আহ্বান জনান। কেননা এ সংকট বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্টিকে আরও দুঃসহ পরিস্থিতিতে নিপতিত করবে।

বিশ্বে খাদ্য কর্মসুচি (WFP) এর সহকারি নির্বাহী পরিচালক, বিশ্বে ক্ষুধার নতুন চিত্র তৈরি হচ্ছে বলে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এটা মোকাবেলা করতে বিশ্বের সকল সরকার, ব্যাক্তি মালিকানাধিন খাতসমুহ এবং মানবিক সংস্থাগুলোর ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ প্রয়োজন।

জনাব পাওয়েল দুবাই আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য ও উন্নয়ন (DIHAD) সম্মেলনে বলেন খাদ্যদ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা আমাদের জীবদ্দশায় আমরা কখনও হতে দেখিনি।

তিনি একটি বিষয়ে তার গভীর উদ্বেগের কথা উলে-খ করে বলেন, বাজার খাদ্যদ্রব্যে পুর্ণ কিন্তু একটি বিশাল জনগোষ্টির এগুলো কেনার সামর্থ নেই।

গতকাল একই সম্মেলনে মানবিক বিষয় সংক্রান্ত সহকারি মহাসচিব জন হোমস্ সতর্ক করে দিয়ে বলেন, দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতি পৃথিবীব্যাপী অস্থিরতা তৈরি করবে ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলবে।

গত কয়েক সপ্তাহে বিশ্বের অনেক দেশে খাদ্যদ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সহিংসতার ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। যার মধ্যে আছে বারকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, মিশর, সেনেগাল, মরক্কো এবং সম্প্রতি হাইতিতে এধনের দাঙ্গায় অনেক লোক নিহত হয়েছে।

জনাব হোমস্ যিনি একজন জরুরী ত্রাণ সমন্বয়কারিও বটে, আজ কুয়েতে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে এ বিষয়টি আলোচনা করেন। আন্তর্জাতিক মানবিক পদক্ষেপে পারস্যের দেশগুলোর সাথে বিস্তৃত অংশীদারিত্বে উৎসাহিত করতে চারজাতি সফরের অংশ হিসেবে তিনি এখন কুয়েতে অবস্থান করছেন।

দরিদ্র জনগোষ্টির ওপর খাদ্যদ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধির প্রভাব মোকাবেলা করতে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) প্রধান আশু পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন হ্রাস, জৈব জ্বালানী উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি এবং শক্তি ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বিশ্ব ব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের মুল্য বেড়ে গেছে।

মহাপরিচালক জ্যাকুয়াস ডিউফ ভারতের নয়াদিলি-তে বিশ্বে প্রথম বারের মত অনুষ্ঠিত বিশ্ব কৃষি-শিল্প ফোরামে সবার প্রতি এ আবেদন জানান। দরিদ্রতা নিরসনে এধরনের শিল্প করখানা কিভাবে অবদান রাখতে পারে তা অনুসন্ধানে জাতিসংঘ সংস্থার পৃষ্টপোষকতায় এই ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়।

নেপালের নির্বাচনী প্রস্তুতি সন্তোষজনক - জাতিসংঘ বিশেষ প্রতিনিধি

৮ এপ্রিল - নেপালে নিযুক্ত জাতিসংঘের শীর্ষ কর্মকর্তার মতে আগামী বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠিতব্য সংসদীয় নির্বাচনে নেপালের প্রস্তুতি সন্তোষজনক। যদিও নির্বাচনী প্রচারণার সময় সেখানে কিছু মারাত্মক সহিংস ঘটনা এবং মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে।

নেপালে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ইয়ান মার্টিন আজ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যদিও নির্বাচনী কার্য বিধি অমান্য করে অনেক সহিংসতা হয়েছে, যা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সামগ্রীক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এধরনের ঘটনা সমর্থন যোগ্য নয়।

জনাব মার্টিন বলেন, একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা উচিত যে, অনেক জেলায়, নির্বাচনীকেন্দ্রে নির্বচনী প্রচারণা শান্তিপুর্নভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনকে

আরও বেশি অর্থবহ করতে এটি খুবই বিবেচনাযোগ্য কৃতিত্ব, যা এর আগে নেপালে কখনও হয়নি।

নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে করনীয় বিষয়ে জনাব মার্টিন পাঁচটি পরামর্শ পেশ করেন। তিনি সশস্ত্র দলগুলোকে যারা সহিংসতার জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে তাদেরকে এধরনের কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে, রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বচনী বিধি মেনে চলতে, সরকার ও মাওবাদী সেনাসদস্যদের তাদের ব্যারাক অথবা সেনানিবাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে, ভোটারদের কোন হুমকি বা প্ররোচনায় প্রভাবিত না হতে এবং ভোট প্রদান ও ভোট গণনার সময়ে সকল নেপালীকে ধৈর্য্য ধারণ করতে আহ্বান জানান।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জনাব মার্টিন বলেন, নেপালের পূর্বের নির্বাচনের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে পুনঃনির্বচন হওয়া এখানে একটা সাধারণ ঘটনা। তবে তিনি আশা করছেন এতে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে হবে না এবং এতে বেশী প্রতিক্রিয়াও হবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গণমাধ্যমকে প্রতিবেদন প্রকাশে যতটা সম্ভব গঠণমুলক হতে আহ্বান জনান।

তিনি বলেন, নির্বচনের পর নেপালের জণগন যাতে একটি বিশ্বাসযোগ্য ফলাফল দেখতে পায় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী এবং এজন্য তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি এবং এই কাঠামোর অধীনে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ্বান জনান।

নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদীয় পরিষদ দেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে। ২০০৬ সালে নেপালে সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে শান্তিচুক্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত এক দশকব্যাপী দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে সেখানে ১৩ হাজার লোক নিহত হয়েছে।

কিউবেক শহরের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার ধ্বংসে ইউনেস্কো প্রধানের গভীর দুঃখ প্রকাশ

৭ এপ্রিল – কিউবেক শহরের ঐতিহাসিক স্থাপনাহসমূহ গত শুক্রবার আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (UNESCO) প্রধান গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এই স্থাপনাগুলো ১৯৮৫ সাল থেকে UNESCO World Heritage তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

এক বার্তায় UNESCO মহাপরিচালক কইচিরো মাতসুরা বলেন, এই গুরুত্বপুর্ণ স্থাপনাটির ধ্বংসে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এই স্থপনাটি কিউবেকের ইতিহাসের একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট ছিল। এটির ধ্বংস খুবই দুঃখজনক। কিউবেক শহরের গোড়াপত্তনের চারশ বছর পুর্তি উৎসবের সময়ে এই স্থপনাটি মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

শুক্রবারের অগ্নিকান্ডের পর ১৮৮৭ সালে নির্মিত ইট ও কাঠের তৈরি কাঠামোর একটিমাত্র ইটের প্রাচীর যেটি এই স্থাপনাটিতে প্রবেশের একমাত্র পথ এবং দুটি টাওয়ার অবশিষ্ট আছে। এই অগ্নিকান্ডের কারণ এখনও চিহ্নিত করা যায়নি।

এক বার্তায় জনাব মাতসুরা এই ঐতিহ্যবাহী সম্পদটির সংরক্ষনে কানাডার মহানুভব ও উদার অঙ্গীকারের প্রশংসা করেছেন। এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে যথাযথ ও বিস্ত ত পরিকল্পনা ও পুর্বের চিত্রগুলো ব্যবহার করে এই স্থাপনাটি পুনঃনির্মাণ করা সম্ভব হবে।

** ** **